১৪৪২ হিজরীর পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে

আল কায়েদা উপমহাদেশ, বাংলাদেশ শাখার

পক্ষ থেকে-

বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম উম্মাহ, বীর মুজাহিদিন, কারাবন্দী মাজলুমিন ও শাহাদাত বরণকারী ভাইদের পরিবারের প্রতি

বার্তা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه. أمابعد

বাংলাদেশের প্রাণপ্রিয় মুসলিম জনগণ!

পবিত্র ঈদুল ফিতরের মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। পবিত্র রমাদান মাসে আমাদের সওম, সালাত, সাদাকা, কুরআন তিলাওয়াতসহ সমস্ত নেক আমলসমূহকে যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কবুল করে নেন। আমলের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো মুছে দিয়ে তিনি যেন আমাদের এই তুচ্ছ প্রচেষ্টাগুলোর বহু গুণে প্রতিদান দেন। আমাদের গুনাহগুলো যেন মাফ করে দেন। নিশ্চয় আমাদের রব পরম করুণাময়, অতীব ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ যেন বাকি মাসগুলোতেও রমাদানের মতোই ইবাদত করার তাওফিক দেন। আমীন।

বর্তমানে আমরা একটি ঐতিহাসিক সময় অতিবাহিত করছি। করোনা মহামারী, লকডাউন, অর্থনৈতিক চাপ এবং অসুস্থতার কারণে সারা বিশ্বের মানুষ পেরেশান। অন্যদিকে এই মহামারীকে ব্যবহার করে দাজ্জালী বিশ্বব্যবস্থার হোতারা আরো সম্পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত কর চলেছে। সাধারন মানুষের জীবনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আরো পাকাপোক্ত করছে। সারা বিশ্বজুড়ে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং খেটে খাওয়া মানুষের জীবন যখন বিপর্যস্ত, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী কর্পোরেশনগুলো তখন রেকর্ড পরিমান মুনাফা করছে।

সেই সাথে মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে চেপে বসা তাগুত শাসকেরা করোনার অজুহাতে উম্মাহ'র উপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পবিত্র রমাদান মাসে ক্রুসেডারদের সমর্থনপুষ্ট যায়নবাদী ইহুদীরা পবিত্র আল-আকসা মসজিদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ফিলিস্তিনের বীর সন্তানদের আহত, বন্দী এবং হত্যা করছে। মুসলিমদের ভূমি জবরদখল করে যাচ্ছে। বরাবরের মতোই যায়নবাদী ইহুদীদের নীরব সমর্থন ও গোপন সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের তাগুত শাসকগোষ্ঠীগুলো খোলাখুলিভাবে যায়নবাদী ইহুদীদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছে। মাসজিদুল আকসার উপর কাফেরদের এই নির্লজ্জ আক্রমণ সারা বিশ্বের মুসলিমদের অন্তরকে রক্তাক্ত করেছে। একইভাবে হিন্দুত্ববাদী শক্তি মুসলিমদের উপর জঘন্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে পুরো ভারত জুড়ে। ঠুনকো অজুহাতে মুসলিমদের নির্যাতন করা, তাঁদের সম্পদ দখল করা এবং মুসলিমদের উপর ব্যাপক গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। সেই সাথে কাশ্মীরে চলছে হিন্দুত্ববাদী শক্তির নৃশংস আগ্রাসন। উপমহাদেশ জুড়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী শক্তির সীমালঙ্ঘন বেড়েই চলেছে।

পাশাপাশি আমাদের বাংলার মাটি উপস্থিত হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। বাংলাদেশের উপর হিন্দুত্ববাদী আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রবেশ করেছে এক নতুন ও আগ্রাসী পর্যায়ে। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ গুজরাটের কসাই মোদির সফর উপলক্ষে চালানো হত্যাকান্ড। এ ভূখণ্ডের মুসলিমদের হিন্দুত্ববাদ বিরোধী চেতনাকে দমনে ভারতের আজ্ঞাবহ সরকার নানা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। মুশরিক প্রভুদের খুশি করার জন্য আলেম-উলামাগণের উপর নজীরবিহীন ধরপাকড় চালাচ্ছে, তাঁদের চরিত্র হননের জন্য মিথ্যাবাদী মিডিয়াকে সাথে নিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করে চলেছে। সেই সাথে সাধারন মুসলিমদের তাঁদের ইমানের কারণে হয়রানি করছে। এ সবই করা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী শক্তির দিকনির্দেশনা অনুযায়ী।

আপাতভাবে এ পরিস্থিতি অত্যন্ত অন্ধকার মনে হলেও, মুমিনদের আশাবাদী হবার বিভিন্ন কারণও বিদ্যমান। হিন্দুত্ববাদী শক্তি ও তাদের দেশীয় এজেন্টদের আজকের এই কর্মকান্ড আগামীতে এ ভূখণ্ড এবং উপমহাদেশের মেরুকরণকে আরো তীব্র করবে। ঈমান ও কুফরের সংঘাতের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করবে। তাওহীদ ও শিরকের ঘাঁটিকে আলাদা করে দিবে। তাগুত সরকারের কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে তারা হিন্দুত্ববাদী শক্তির এজেন্ট এবং অগ্রবর্তী বাহিনী। এটিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই সরকার এবং তাদের হিন্দুত্ববাদী মনিবেরা এ ভূখণ্ডে তাওহীদি চেতনা এবং দ্বীনি আদর্শকে কোনভাবেই সহ্য করবে না। তাদের সংঘাত মুসলিমদের কোন বিশেষ দল, সংগঠন কিংবা ধারা সাথে নয়। তাদের দ্বন্দ্ব আমাদের কালেমার সাথে, আমাদের সালাতের সাথে, আমাদের দ্বীনি পরিচয়ের সাথে।

বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই কঠিন সত্যগুলো আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে। যে বিষয়গুলো মুজাহিদিন বছরের পর বছর ধরে তাঁদের দাওয়াতের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাগুতী শক্তি নিজেরাই আজ তা মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে। একই সাথে এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে গতানুগতিক ধারায়, নানা তন্ত্রমন্ত্রের পথে চলে এই হিন্দুত্ববাদী শক্তি এবং তাদের দেশীয় এজেন্টদের কবল থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। মুক্তির একমাত্র পথ তাওহীদ এবং হাদীদের নববী পথ।

ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রেও সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে আজ এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মাসজিদুল আকসাকে কোন আলোচনার টেবিলে মুক্ত করা যাবে না। কোন সম্মেলন কিংবা চুক্তির মাধ্যমে উম্মাহ'র হারানো মর্যাদা ফিরে আসবে না। তাগুত শাসকদের ফাঁপা বুলি কিংবা অর্থহীন বাগাড়ম্বরে সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাওয়া যাবে না। বরং আল আকসা ঐ পথেই আবার মুক্ত হবে যেভাবে সালাউদ্দিন আল-আইয়ুবি রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছায় তা মুক্ত করেছিলেন। ইহুদীদের ঐভাবেই তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে যেভাবে খায়বার এবং বনু কুরাইযার তাদেরকে প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল।

বস্তুত মহান আল্লাহ যখন কোন পরিণতি আনতে চান তখন তার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেন। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে পরিস্থিতি অন্ধকার মনে হলেও, ইনশাআল্লাহ ভোরের আলোর রেখাও দৃশ্যমান। এবং আল্লাহ দিনসমূহকে আবর্তন করেন। আমরা বিশ্বাস করি এই সকল ঘটনাপ্রবাহ ও প্রতিকূলতার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের তাওবাহর সুযোগ করে দিচ্ছেন, আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করিয়ে নিচ্ছেন এবং আসন্ন মহাসংঘাত এবং বিজয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত করছেন। এমতাবস্থায় মুমিনদের দায়িত্ব হল সবরে অটল থেকে এবং মহান আল্লাহর নির্দেশনা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে কাজ করে যাওয়া।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

"হে মু'মিনগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, দৃঢ়তা প্রদর্শন কর, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" [সুরা আলে ইমরান, আয়াত-২০০]

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এক ঐতিহাসিক এক পালাবদলের সময়ে বেঁচে আছি। আলহামদুলিল্লাহ, আগামীর ইতিহাস গড়ার সুযোগ আল্লাহ আমাদের দান করেছেন। আমাদের দায়িত্ব হল এই সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো।

হে শহিদী তামান্না হৃদয়ে ধারণকারী প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

পবিত্র ঈদের দিনে রাব্বুল আলামীনের কাছে আমরা ফরিয়াদ করি, তিনি যেন আল-কায়েদা উপমহাদেশের বাংলাদেশ শাখা সহ পৃথিবীর সকল মুজাহিদীনকে তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে দৃঢ়পদ ও মজবুত রাখেন। আমরা এক দীর্ঘমেয়াদী ও সর্বব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত। এই যুদ্ধ আকীদাহ'র, এই যুদ্ধ সবরের, এই যুদ্ধ ফিকিরের, এই যুদ্ধ বিশুদ্ধতার। এই যুদ্ধে বিজয়ের অর্জনের পথ সুদীর্ঘ। এই পথ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বন্দীত্ব, রক্ত, খুলি ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ দ্বারা বেষ্টিত। এই বাস্তবতা বুঝেই মহান আল্লাহর রহমতে আমরা এই পথে এসেছি। মহান আল্লাহর এই নিয়ামতকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো আমাদের দায়িত্ব।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! দাওয়াহ ও জিহাদের এই দীর্ঘ পথে এগিয়ে যাওয়ার রসদ হল আপনাদের কুরবানী এবং একনিষ্ঠ মেহনত। আপনাদের সবর, ইখলাস এবং আনুগত্য। আর মহান আল্লাহর ইচ্ছায় গন্তব্যে পৌছানোর জন্য আবশ্যক হল পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উপযুক্ত কৌশলগত, রাজনৈতিক এবং সামরিক অবস্থান গ্রহণ করা। জায়েজের পরিবর্তে উত্তমকে প্রাধান্য দেয়া। সাময়িক অর্জনের উপর দীর্ঘমেয়াদী অর্জনকে গুরুত্ব দেয়া। মহান আল্লাহ তা'আলা যে গুরু দায়িত্বের জন্য আমাদের বাছাই করেছেন যথাযথভাবে সেই দায়িত আঞ্জাম দেয়ার জন্য এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখা জরুরী। পাশাপাশি দাওয়াহ ও জিহাদের ফসলকে যথাযথভাবে ঘরে তুলার জন্যও প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং ব্যাবস্থাপনাগত দক্ষতা অর্জনও জরুরী।

হে প্রিয় ভাই, বিজয়ের সমীকরণ কেবল বস্তুগত সামর্থ্য, শক্তি কিংবা লোকবলের উপর নির্ভর করে না। বরং মুমিনদের বিজয় নির্ভর করে তাকওয়া এবং মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে নৈকট্যের উপর। কাজেই আমাদের ব্যক্তিগত ঈমান আমলের

ঘাটতি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পুরো কাফেলাকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তাই আমাদের বিনীত আবেদন, আমরা সকলে যেন এ বিষয় সতর্ক হই। আমাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে দ্বীন ও উম্মাহ'র বিজয় যেন আটকে না থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ও আমাদের সকলকে তাউফিক দান করুন।

হে আমার ভাই, জোরদার মেহনত অব্যাহত রাখুন। প্রতিকূল পরিস্থিতি যেন আপনার কাজের গতিকে স্থিমিত না করে। বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই কাজের গতি এবং মান বৃদ্ধি হবে। প্রতিকূলতাই সাধারণ এবং অসাধারণের মধ্যে পার্থক্য করে। পরীক্ষার আগুনে মূল্যবান স্বর্ণ আরো বিশুদ্ধতা অর্জন করে। জিহাদের এই পাঠশালাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ইসলাহর প্রক্রিয়া যেন চলমান থাকে। কারণ কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতের শর্ত হল ক্রমাগত নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা জারি রাখা। আমাদের আখলাক যেন হয় সর্বোত্তম, যা অন্যান্য জাতির সাথে প্রতিযোগিতায় এমনিতেই আমাদেরকে এক পা এগিয়ে রাখবে। আর আমরা যেন কাফিরদের প্রতি কঠোর আর মুসলিম ভাইদের প্রতি রহমদিল হয়ে যাই। আর নিজের মুজাহিদিন সাথীদের সাথে আচরণের ব্যাপারে তো বলাই বাহুল্য! আল্লাহর রহমতে ব্যক্তি ও তানজিমের এই সামগ্রিক অর্জনই মূলত প্রকৃত বিজয়। বিজয় তো কেবল ভৌগোলিক কোন অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন নয়।

উম্মাহ'র উলামাগণের প্রতি আমরা আরো নমনীয় হই। দাওয়াতি মাঠে সর্বদা নববী উসলুব অনুসরণ করি, আমাদের আচরণগত কারণে উম্মাহ যেন কখনোই এই মুবারক জামাত সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষন না করতে পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করি।

হে আম্বিয়া কেরামের উত্তরসূরি মুজাহিদিনের রাহবার, সম্মানিত আলেমগণ ও শরীয়া বিভাগের সদস্যগণ!

মহান আল্লাহ আপনাদের উপর মুজাহিদিনের মেহেনত এবং জযবাকে শরীয়াহ'র আলোকে সঠিক পথে চালিত করার গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছেন। যতোদিন আপনারা এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন ততোদিন পর্যন্ত মুজাহিদিন সঠিক পথে থাকবে ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি ফিতনা ও বিভ্রান্তির এ সময়ে উলামায়ে সু'দের মিথ্যাচারের জাল ছিড়ে সত্যকে উম্মতের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরায় স্রোতের বিপরীতে আপনাদের অবস্থান আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণাস্বরূপ।

রবের কারীমই আপনাদের মর্যাদা উঁচু করেছেন-

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“তোমাদের থেকে যারা ঈমান এনেছে ও যাদের ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের সম্মান উঁচু করবেন । আর তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।” [সুরা মুজাদালাহ, আয়াত-১১]

আপনারা জাতির সামনে হকের আওয়াজ আরো বুলন্দ করুন ইনশাআল্লাহ উম্মাহ'র যুবারা আপনাদের সঙ্গ দেবে। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের ইলম ও আমলে আরো বেশি বারাকাহ দান করুন, আমাদেরকে আপনাদের ইলম থেকে আরো বেশি ইস্তেফাদা করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সংগঠক, দাওয়াতী শাখার মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার!

আপনারা এই জমিনে দাওয়াহর দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আশা রাখি রবের কারীম আপনাদের ব্যাপারেই এই ইরশাদ করেছেন বলে-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহবান করে, নিজে সৎকর্ম করে আর বলে নিশ্চয় আমি রবের প্রতি আনুগত্যশীল।” [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত-৩৩]

আপনারা দাওয়াতি কাজে বিচক্ষণতা ও সবরের সাথে লেগে থাকুন, এবং উত্তোরত্তর বিকাশ ও উন্নতির জন্য চেষ্টা জারি রাখুন। এ ভূখণ্ডে কার্যকরী জিহাদি আন্দোলন টিকিয়ে রাখার পূর্বশর্ত হল নিবেদিতপ্রাণ দাঈগণ। উম্মাহ'র অন্তরে জিহাদের

স্ফুলিঙ্গকে প্রজ্জলিত করার দায়িত্ব আপনাদের উপর। যারা হক পথের দিকে আহবান করার পাশাপাশি সাধারণের সামনে কুরবানী, আত্মনিবেদন এবং পরিশ্রমের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। যারা তাওহীদ ও জিহাদের বৈপ্লবিক দাওয়াহকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবেন। আরাম-আয়েশ কিংবা নিশ্চয়তার জীবনকে ত্যাগ করে, মুসআব বিন উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর পদক্ষেপের অনুসরণে এই দাওয়াহর প্রসারকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন।

যখন আমরা এইভাবে দাওয়াহর কাজকে আকড়ে ধরতে পারবো ইনশাআল্লাহ জিহাদের ময়দানে কাজ করার জন্য বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন নতুন সাথী, জিহাদ পরিচালনার অর্থ যোগানদাতা, আসলিহাত ও মুতাফাজ্জিরাতের লিংক ইত্যাদি পাওয়ার মতো বিষয়গুলো সহজ হয়ে যাবে। এবং জিহাদি আন্দোলন আরো দ্রুততার সাথে অগ্রসর হবে।

বিমুখ উম্মাহ'র অনুভূতি জাগ্রতকারী, মিডিয়া শাখার প্রিয় ভাইয়েরা!

শত্রুর সাথে আমাদের লড়াই কেবল অস্ত্রের নয়, বরং এই লড়াই আদর্শেরও। আর আদর্শিক লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান অস্ত্র মিডিয়া। একারণেই মুজাহিদিন উমারাহগণ বারবার মিডিয়ার কাজের গুরুত্বের কথা বলে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনার পরিশ্রমের ফলে এ ভূখণ্ডের মুসলিমদের চিন্তা ও চেতনায় বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন আসার প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাগুতি শক্তির জন্যও আপনাদের মেহনত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। তাই প্রচেষ্টাকে আরো তীব্র করুন, আরো শানিত করুন। আপনাদের প্রডাকশনগুলোকে এ ভূখন্ডের প্রেক্ষাপট, ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী সাজান। সর্বাধিক কার্যকরভাবে আমাদের বক্তব্য মানুষের কাছে পৌছানোর ব্যাপারে ফিকির জারি রাখুন। উম্মাহ'কে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা এবং শরীয়াহ শাসনের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি বৈশ্বিক জিহাদের সঠিক মানহাজ ও ফিকির তুলে ধরার ব্যাপারে মনোযোগী হন। খাসভাবে গাযওয়াতুল হিন্দ এবং কাশ্মীরের বিষয়টি আপনাদের প্রচারণায় গুরুত্ব দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদের কাজগুলোকে কবুল করুন, এতে বারাকাহ দান করুন এবং আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমরা আশাবাদী আপনাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রেখে পূর্ণ আজর দান করবেন ইনশাআল্লাহ-

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়, তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" [সুরা তাওবাহ, আয়াত-১২০]

শাতিমে রাসুলদের প্রাপ্য পরিশোধকারী, আসকারী শাখার ভাইয়েরা আমার!

বৈশ্বিক জিহাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যকারী (সাপোর্টিং) অঞ্চল হিসাবে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা রয়েছে। যার মধ্যে প্রধান হল অগ্রগামী অঞ্চলে সাহায্য-সহযোগিতা জারি রাখা। বৈশ্বিক জিহাদের কর্মসূচীতে এই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ময়দানে আলহামদুলিল্লাহ অগ্রগামী ভূখণ্ডের সাফল্যের বিভিন্ন চিহ্ন আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। দীর্ঘদিন যাবত আসকারী অভিযান বন্ধ থাকার কারণ হল বৈশ্বিক জিহাদের নেতৃবৃন্দের এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অনুসরণ। যুদ্ধ ক্রমপরিবর্তনশীল। সেই সাথে যুদ্ধের কৌশলও পরিবর্তনশীল। যুদ্ধের অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখাও যুদ্ধেরই অংশ। তবে সর্বাবস্থায় যুদ্ধের প্রস্তুতি জারি থাকবে। উপমহাদেশে ইসলামকে বিজয় করার গন্তব্যে পৌঁছতে আমাদের পাড়ি দিতে এক সুদীর্ঘ রক্তপিচ্ছিল পথ। আর এ সফরের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি মূহুর্তে নিজেদের প্রস্তুত রাখা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুম। তিনি এরশাদ করেছেন-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জাননা, কিন্তু আল্লাহ জানেন।” (সূরা আল-আনফাল, আয়াত-৬০)

তাই আমার প্রিয় ভাইয়েরা, যথোপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণে সচেষ্ট হন। দীর্ঘ ও সুষ্ঠু প্রস্তুতির পথ কঠিন হলেও এর ফলে লড়াই আল্লাহর ইচ্ছায় সহজ হয়ে আসে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদের প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করুন, এতে বারাকাহ দান করুন।

হে মদিনার আনসারদের উত্তরসূরী আনসার ভাই ও বোনেরা আমার!

দ্বীনের বিজয় আসে হিজরত, নুসরাত ও জিহাদের সমন্বয়ে। এই দ্বীনের রাহে আনসারের ভূমিকায় অবতীর্ন হওয়া এই দ্বীনের বিজয়ের একটি অন্যতম বড় উপাদান। এই গুরুদায়িত্ব আপনারা পালন করছেন। আপনারা স্মরণ করুন মদিনার সেই আনসারদের কথা, যাদের কাঁধে ভর দিয়ে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহর অনুমতিক্রমে এই দ্বীনকে চতুর্দিকে সম্প্রসারণের মহান দায়িত্ব আনজাম দিতে পেরেছিলেন। একবার রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় আনসারী নারী ও শিশুকে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আনসারদের ব্যাপারে বললেন-

اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ

‘তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ’

আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের দ্বারা এই মহান খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ! তাই প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা আপনাদের দায়িত্বকে ছোট করে দেখবেন না বরং আমাদের ভূখণ্ডে জিহাদি কাজের সমস্ত পরিকল্পনা, দাওরা, মাশোয়ারা এসব তো আপনাদেরই কারও না কারও ছায়ায় করা হয় এবং সেগুলোই মাঠ পর্যায়ে আমল হয়ে থাকে। আল্লাহ আপনাদের কাজের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

জিহাদের জন্য রক্ত সমতুল্য অর্থ সাদাকাকারী প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

জিহাদের দুটি প্রধান চালিকাশক্তি হল অর্থ এবং মুমিনের রক্ত। মহান আল্লাহর রাস্তায় এই দুটি ব্যাপকভাবে খরচ করার পরই আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় আসে। নিজেদের কষ্টার্জিত হালাল অর্থকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এই জিহাদকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আপনাদের রিযিকে বরকত দান করুন এবং আপনাদের সাদাকার হাতকে আরও প্রসারিত করে দিন। আমিন। আপনাদের এই অর্থই খুরাসানের মাটিতে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করা হয়। আপনাদের এই অর্থই অনেক বন্দী পরিবারের মুখে আহার যোগানের মাধ্যম হয়; আমাদের বন্দী ভাইদের মুক্ত করার রসদ যোগায়; আরাকানের বৌদ্ধদের নির্যাতনে নিষ্পেষিত আমাদের মা-বোনদের মুখে সামান্য হাসি ফোটে; কাশ্মীরের নাপাক মালাউনদের নির্ঘুম রাত্রি জাগরণের কারণ হয় বিইযনিল্লাহ। আপনারা আপনাদের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার প্রচেষ্টা জারি রাখুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের জন্য সত্য ওয়াদা করেছেন – জান্নাতের - যা আপনাদের জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের সফলতার ঘোষণা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন-

لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“কিন্তু রাসুল ও তাঁর সাথের ঈমানদারগণ তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। তাদের জন্যই কল্যাণ রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।” [সুরা তাওবাহ, আয়াত-৮৮]

পরিবার পরিজন থেকে দূরে থাকা প্রিয় মুহাজির (কাট-অফ) ভাইরা আমার!

নিশ্চয় বিশুদ্ধ তাওহীদের পথ কুরবানীর পথ। এই পথে চলতে গিয়ে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারীদের নিজ বাসস্থান এ পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। আপনারা সেই মহান পথের পথিকদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছেন। আজ

ঈদের দিনেও আপনারা নিজ পরিবার-পরিজন ছেড়ে কষ্টকর, একাকী জীবন যাপন করছেন। নিশ্চয় আমাদের জন্য এবং আমাদের পরিবারের জন্য আল্লাহই সর্বোত্তম হেফাযতকারী। এবং নিশ্চয় আমাদের উপস্থিতি এবং পার্থিব উপার্জনের চেয়ে দ্বীনের শত্রুর মোকাবেলা এবং ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জিহাদ আমাদের পরিবারবর্গের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য অধিকতর উপকারী।

আপনারা তো সে সকল সৌভাগ্যবান যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হাবীব ইরশাদ করেছেন-

رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفرّارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى عليه السلام

"ইমাম তিরমিযি বর্ননা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আপন দ্বীন নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো ব্যক্তিগণ ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে মিলিত হবেন।"

কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনগুজরানকারী নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হে আমার সম্মানিত ভাই!

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই মুবারক মেহনতে আপনাদের কুরবানী, কষ্ট ও তাকলিফগুলো সম্পর্কে দুনিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী বেখবর হলেও নিঃসন্দেহে আসমানের অধিবাসীরা তা সম্পর্কে অবগত। আপনাদের বন্দীত্বের কারণ তো এটাই যে আপনারা ঈমানের এই দাবির উপর অটল রয়েছেন তাগুতের গোলামী মেনে নেননি।

সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে ভাই! আমরা বিশ্বাস করি রব্বে কারীম যাদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন আপনারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।" [সুরা হা-মিম, আয়াত-৩০]

আপনাদের কুরবানী আমরাও ভুলে যাইনি, এবং আপনাদের ছাড়া আমাদের ঈদ ম্লানই থেকে যাবে। আমরা সেই দিন প্রকৃত ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে পারবো যে দিন আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নকারী সকল মুমিন ভাইদের সাথে কালিমার পতাকাতলে মুক্ত অবস্থায় ঈদ উদযাপন করতে পারবো।

কারাভ্যন্তরের এই কষ্টগুলো তো অল্প কয় দিনের কষ্ট মাত্র। দুনিয়া তো মুমিনের প্রকৃত সুখের জায়গা নয়, তাই এই কষ্ট-তাকলিফ যেন কিছুতেই আমাদের মানসিকভাবে দুর্বল করে না ফেলে। দ্বীনের এই মুবারক পথ থেকে ঝরে পড়ার কারণ না হয়। আমরা দুয়া করি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তায়ালা যেন দ্রুতই আপনাদের বন্দীত্বের অবসান ঘটান। মুক্তিকে তরান্বিত করেন।

প্রিয় ভাই! আপনারা দুনিয়াবি কারাগারে বন্দী থাকা সত্ত্বেও আপনাদের হৃদয় স্বাধীন, কারণ রব্বে কারীম আপনাদের সাথেই আছেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা আপনাকে দ্বীনের পথে অটল ও অবিচল রাখুন। আমীন!

মজলুম পরিবারস্থ হে আমার আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

নিজেদের একা ভাববেন না। আপনাদের দুঃখ ও দুর্দশা আপনাদের একার না। আপনাদের ব্যাথায় আমাদের হৃদয়গুলোও ব্যাথাতুর। স্বজন হারানোর কষ্ট আমরাও অনুভব করি। যুগে যুগে তাওহীদের দাবীদার প্রত্যেক জাতিকেই এই পরীক্ষা দিয়ে নিজেদের ঈমানি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। দুয়া করি আল্লাহ্‌ তায়ালা যেন আপনাদের সবরে জামীল ইখতেয়ার করার তাওফিক দান করেন, বন্দী ভাইদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন, শহীদগণের সাথে জান্নাতে আমাদের আবাসস্থল তৈরি

করে দেন। আপনারাও দুয়া করবেন রব্বে কারীম যেন বন্দী মুক্তির কার্যক্রমে তানযিমের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করে দেন। সকল মজলুম ও শহীদ পরিবারের পাশে উপযুক্ত সামান নিয়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা দান করেন। আমীন!

বস্তুত মুসলিম উম্মাহ'র তখন প্রকৃত আনন্দ অনুভব করবে, যখন মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলো কাফের ও তাগুতী শক্তির হাত থেকে মুক্ত হবে। যখন আল্লাহ তায়ালার বান্দাগণ মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের দাসত্বে চলে আসবে। যখন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হবে। সেদিনই উম্মত ঈদের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। কালিমার পতাকাতলে মুসলিম উম্মাহ'র প্রতিটি দিনই ঈদের দিন। জিহাদের ময়দানে আমাদের জান ও মাল কোরবানীর সামান্য এ প্রচেষ্টাগুলো উম্মতের সেই প্রকৃত আনন্দ ফিরিয়ে আনতেই। আল্লাহ তায়ালা যেন উম্মতের সেই প্রকৃত আনন্দ ফিরিয়ে দেন এবং আমাদেরকে আখিরাতে এর উত্তম প্রতিদান দান করেন। মহান রবের দরবারে এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

পরিশেষে সকল ভাইবোনদেরকে জানাই পবিত্র ঈদের সম্ভাষণ, আল্লাহ্ তায়ালা যেন সকলের ঈদকে আনন্দময় করেন!

تقبل الله منا ومنكم

আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আপনাদের ভাই

আহমাদ মুখতার

দায়িত্বশীল,

আল কায়েদা উপমহাদেশ, বাংলাদেশ শাখা

২৮ রমাদানুল মুবারাক, ১৪৪২ হিজরী